

বিষয়বস্তুঃ ঈদুল ফিতর

১৪৪৪ হিজরীর ঈদুল ফিতরের বয়ান

(১ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী, ২২ এপ্রিল ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিন্দার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * صَدَقَ اللَّهُ
الْعَظِيمُ .

মুহতারম দ্বীনদার ভাই সকল ! আজ ১৪৪৪ হিজরী, শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ, পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন। আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের মধ্যে সূরা তাওবার ১২০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ
“**إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ**” “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নেক আমলকারীদের প্রতিদানকে নষ্ট করেন না।” অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান অবশ্যই দিবেন, যদি সেটা ইখলাসের সাথে আদায় করা হয়। আমরা যারা দীর্ঘ একমাস কঠোর পরিশ্রম করে প্রচণ্ড গরমে দিনের বেলা রোযা পালন করেছি এবং রাতের বেলা ইবাদত করেছি, আজ পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে তার প্রতিদান ও পুরস্কার মহান রব্বুল আলামীনের দরবার থেকে পেতে চলেছি। একারণেই মু'জামে কবীর তবরানী শরীফের ৬১৭ নম্বর হাদীসে এদিনটাকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেনঃ **هُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ** অর্থাৎ পবিত্র ঈদের দিন হল, পুরস্কার ও প্রতিদানের দিন। বোঝা গেল, পবিত্র ঈদ ময়দানে হাযির হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তার পক্ষ থেকে রমাযানের রোযা, দান-সাদাকাহ ও অন্যান্য ইবাদতের পুরস্কার গ্রহণ করা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ আমরা ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। (১) ইসলাম ধর্মে ঈদের সূচনা কীভাবে হয়েছিল ? (২) ঈদের খুশী প্রকৃতপক্ষে কাদের জন্য ? (৩) ঈদের দিনের কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আমল, (৪) পরিশেষে আজ ঈদ ময়দানে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের করুন পরিস্থিতি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। যাইহোক, আমরা মূল আলোচনা শুরু করছি।

প্রথম বিষয় হল, ইসলাম ধর্মে ঈদের সূচনা কীভাবে হয়েছিল ? এ সম্পর্কে আমরা সুনানে আবু দাউদের ১১৩৪ নম্বর হাদীসটি লক্ষ্য করি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীর্ঘ ১০ বছরের খাদিম হযরত আনাস বিন মালিক (রযি) বলেছেনঃ **قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا** “বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনাতে এলেন তখন দেখলেন যে, মদীনার মানুষেরা বছরে দু’দিন (একটা হল ‘নওরোয’, আর আরেকটা হল ‘মেহেরজান’। এই দু’টি মেলা উপলক্ষে) আনন্দ-উৎসব পালন করে। এটা দেখে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, **مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟** এই যে দু'দিন তোমরা আনন্দ-উৎসব কর, এর কারণ কী ? উত্তরে তারা বললঃ আমরা জাহিলী যুগ থেকে এদু'টি দিনে আনন্দ-উৎসব করতাম, তাই এখনও করছি। একথা শুনে বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ **إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا** “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য এই দু'টি দিনের পরিবর্তে আরও অধিক উত্তম দু'টি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একটি হল, ঈদুল ফিতর, আর আরেকটি হল ঈদুল আযহা।” সেই থেকে মুসলমানেরা আজ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে, বছরে দু'টি দিন ঈদ পালন করে আসছে। একটা হল, ঈদুল ফিতর। আর আরেকটা হল, ঈদুল আযহা। এটাই হল, ইসলাম ধর্মে ঈদ পালনের প্রেক্ষাপট। এহাদীস দ্বারা বোঝা গেল, ইসলাম ধর্মে আনন্দ ও খুশী প্রকাশের দিন হল, বছরে এদুই ঈদের দিন।

দ্বিতীয় বিষয় হল, প্রকৃত ঈদের খুশী কাদের জন্য ? এবিষয়ে একটু গভীরভাবে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। যারা দীর্ঘ একমাস কঠোর পরিশ্রম করে রোযা রেখে আজ ঈদ ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে তাদের জন্য ? না যারা যেকোন উপায়ে তুচ্ছ বাহানা করে অথবা বিনা কারণে রোযা ত্যাগ করেছে তাদের জন্য ?

এসম্পর্কে সহীহ বুখারীর ১৯০৪ নম্বর হাদীসটিতে কী বলা হয়েছে দেখুন। আবু হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

“রোযাদারের জন্য দু’টি আনন্দ। যেটা সে মনভরে উপভোগ করবে। (১) দুনিয়াতে ঈদুল ফিতরের দিন রোযা ভাঙ্গার আনন্দ, (২) আখিরাতে যখন সে হাসরের ময়দানে আল্লাহর নিকট থেকে রোযার প্রতিদান গ্রহণ করবে।” এ হাদীস দ্বারা আমরা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে, ঈদের দিনের প্রকৃত খুশী রোযাদারদের জন্য।

অনুরূপভাবে ঈদের প্রকৃত খুশী শুধুমাত্র নতুন কাপড় পরলেই হাসিল করা যায় না। বরং যে বান্দা পবিত্র রমাযান মাসে আল্লাহর জন্য খাঁটি মনে রাতে ইবাদত এবং দিনের বেলা রোযা রেখে রমাযানের প্রথমভাগ রহমত, দ্বিতীয়ভাগ মাগফিরত ও তৃতীয়ভাগ নাজাত লাভ করতে পেরেছে, প্রকৃত খুশী তারই জন্য। যদিও তার পরনের পোশাক পুরাতন হোক না কেন।

তাই এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হানবলী (রহ) লাতাইফুল মাআরিফ কিতাবের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় একটি চমৎকার আরবী কবিতা উল্লেখ করেছেন,

لَيْسَ الْعَيْدَ لِمَنْ لَبَسَ الْجَدِيدَ . إِنَّمَا الْعَيْدُ لِمَنْ طَاعَاتُهُ تَزِيدُ

“ঈদের দিনের প্রকৃত খুশী তাদের জন্য নয়, যারা রমাযানের রোযার হক আদায় না করে, শুধু কেবল নতুন কাপড় পরেছে। বরং

প্রকৃত ঈদের খুশী তো ওই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি কিনা গোনাহ ত্যাগ করে নেকী বেশি কামিয়েছে।” অর্থাৎ যারা রাতের ইবাদত ও দিনের বেলা রোযার মাধ্যমে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত পূর্ণরূপে পেয়েছে তাদেরই জন্য প্রকৃত ঈদের খুশী।

সুধী ভাই সকল ! যে ব্যক্তি পবিত্র রমাযান মাসে নেকীর রাস্তা অবলম্বন করল না এবং গোনাহ মাকফের সুবর্ণ সুযোগ থাকা স্বত্বেও আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারল না, তার মত হতভাগা আর কেউ নেই। সহীহ ইবনে হিব্বানের ৯০৭ নম্বর হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এহাদীসের মধ্যে বলা হয়েছেঃ একবার বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মিম্বারে চড়ার সময় ৩ ধাপে ৩ বার জোরে জোরে আমীন বললেন। সাহাবারা এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেনঃ আমার কাছে এখনই ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসেছিলেন এবং ৩ ব্যক্তির উপর বদ দুয়া দিয়েছেন। আর আমাকে প্রত্যেকবার আমীন বলতে বলেছেন। তাই আমি আমীন বললাম। তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হল, ওই ব্যক্তি যে কিনা পবিত্র রমাযান মাস পেল কিন্তু নিজেকে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। আর দ্বিতীয় হল, ওই ব্যক্তি যে নিজের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ তাদেরকে সেবা করল না। ফলে, সে জাহান্নামী হল। অতঃপর তৃতীয় হল, ওই ব্যক্তি যার সামনে আমার নাম (নবীর নাম) উচ্চারণ করা হল, অথচ সে দরুদ পড়ল না। এই ৩ শ্রেণীর মানুষ বড়ই হতভাগা। এজন্যই উলামায়ে কিরামগণ

বলেছেনঃ পবিত্র রমাযানে কোন নেক আমল না করে শুধু নতুন কাপড় পরে ও খুশবু মেখে ঈদ ময়দানে আসলেই প্রকৃত ঈদের খুশী অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! এবার আসুন আমরা আলোচনা করব তৃতীয় বিষয় নিয়ে। অর্থাৎ ঈদের দিনের কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আমল সম্পর্কে। মনে রাখবেন, উলামায়ে কিরামগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনের কয়েকটি সুন্নত আমল উল্লেখ করেছেন। তার মধ্য থেকে কিছু সুন্নত আমল এমন আছে, যেগুলি ঈদগাহে আসার আগে আমল করতে হয়। সেজন্য ওইগুলি গত জুমুআর দিনে বলে দেওয়া হয়েছিল। যাতে করে আপনারা আমল করে ঈদগাহে আসতে পারেন। তাই সেগুলি আর উল্লেখ করছি না। তবে, এখানে কয়েকটি করণীয় আমল নতুন করে স্মরণ করে দিই। (১) যদি কারোর উপর ফিতরা ওয়াজিব হয়ে থাকে, আর সে এখনও পর্যন্ত তা আদায় করিনি, তাহলে তারা যেন ঈদগাহে আসার আগে ফিতরা আদায় করে দেয়। আর যারা বাড়ি থেকেও আদায় করে আসেন নি, তারা যেন ঈদের নামাযের আগেই আদায় করে দেয়। তা নাহলে ফিতরার হক আদায় হবে না। শুধুমাত্র দান হিসেবে গণ্য হবে। (২) ঈদগাহে পায়ে হেঁটে আসা সুন্নত। তবে, যদি ঈদগাহ থেকে বাড়ি অনেক দূর হয় অথবা অসুস্থ, তাহলে সে ক্ষেত্রে আরোহণে চড়ে আসতে পারে। (৩) ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে আসা এবং ফিরে যাওয়ার সময় নিম্ন স্বরে তাকবীর পড়তে থাকা সুন্নত, (৪)

ঈদের দিনেতে হাদিয়া-তোহফা বিনিময় করা সুন্নত, যাতে করে একে অপরের প্রতি মুহাব্বত পয়দা হয়, (৫) ঈদের দিনে একে অপরকে এই বলে দুআ দেওয়া সুন্নত, **تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ** “আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং তোমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন।” মনে রাখা উচিৎ যে, এ সমস্ত আমলগুলি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামদের থেকে প্রমাণিত আমল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এগুলির প্রতি যত্ন সহকারে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

এবার আমরা ঈদের দিনের কিছু বর্জনীয় আমল সম্পর্কে জানব। যেগুলি আমাদের সকলকে জানা খুবই জরুরী। (১) দুই ঈদের দিনে এবং বকরা ঈদের পর আরও ৩ দিন, সর্বমোট বছরে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম, (২) ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে, মসজিদে কিংবা ঈদগাহে যেকোন স্থানে কোন রকমের নফল নামায পড়া মাকরুহ, (৩) ঈদের দিনে ঈদগাহ, ঘর-বাড়ি ও রাস্তা-ঘাট সাজানোয় অতিরঞ্জিত করা ঠিক নয়। কেননা, এগুলি অপচয়। আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই। (৪) ঈদের দিন ইসলাম বহির্ভূত কোন প্রকারের গান-বাজনার অনুষ্ঠান ও খেলা-ধুলায় মত্ত হওয়া উচিৎ নয়, যার ফলে বিধর্মীদের সঙ্গে সাদৃশ্য হয় এবং ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। বিশেষ করে মা-বোনেদের বেপর্দার সাথে রাস্তায় ঘোরা ফেরা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এতে শয়তান খুশী হয়, আর আল্লাহ তায়ালা নারায হন।

সম্মানিত মুসল্লী ভাই সকল ! পরিশেষে আজ এই ঈদ ময়দানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বয়ান শেষ করব, ইনশা আল্লাহ। সেটা হল, বর্তমান মুসলমানদের দুর্াবস্থার কারণ কী ও তার প্রতিকার কী ?

মনে রাখবেন, আমরা কিয়ামতের খুবই নিকটতম সময়ের মধ্য দিয়ে চলছি। আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলিম জাতি চরমভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। চারিদিকে শুধু হাহাকার ও অসহায়তা বিরাজ করছে। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে এ বিষয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি যে, এর পিছনে কারণটা কী ? মনে রাখতে হবে, হাক্কানী অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামগণের মতে এ সবার মূল কারণ হল ৩ টি। (১) আল্লাহর বিধি-বিধানের নাফরমানী, (২) রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা বিরোধী জীবন যাপন, (৩) হাক্কানী যোগ্য আলেমদের থেকে সাধারণ মানুষের দূরত্ব। এই ৩ টি কারণে আজ উম্মতে মুসলিমার এই করুন অবস্থা। অথচ এই ৩ টি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন এবং ঈমানদারদেরকে সন্বোধন করে বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহর বিধি-বিধানের অনুসরণ কর, রসূলের তরীকাকে অনুসরণ কর এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ কর।” তাফসীরের কিতাবে এআয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা

আছে, অর্থাৎ উলামা ও ফুকাহাদেরকে অনুসরণ করা। এই ৩ টি বিষয়ে ত্রুটির কারণেই আজ মুসলিম জাতি একরূন অবস্থার শিকার।

এখন এর প্রতিকার কী ? মনে রাখা উচিত যে, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহর নিকট খাঁটি মনে ইস্তেগফার ও তাওবায়ে নাসূহা করত এই ৩ টি বিষয়ে সতর্ক হওয়া। বিশেষ করে উলামায়ে কিরামদের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাদের নির্দেশগুলি মেনে চলা। কেননা, আল্লাহ ও তার রসূল তো সরাসরি আমাদের সামনে হাযির হবেন না যে, আমরা তাদেরকে দেখে অনুসরণ করব। বরং হাক্কানী উলামায়ে কিরামগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদেরকে যেভাবে নির্দেশনা দিবেন সেভাবে আমাদেরকে চলতে হবে। যেমন শরীরকে সুস্থ রাখতে আমরা অভিজ্ঞ ডাক্তারদের নির্দেশ মেনে চলি, ঠিক তেমনিভাবে রুহ বা আত্মাটাকে সুস্থ রাখতে অভিজ্ঞ আলেমদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

মুহতারম ভাই সকল ! যদি আমরা এখানে ইবনে মাজার ৪০১৯ নম্বর হাদীসটি লক্ষ্য করি, তাহলে আশা করি বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিকার সম্পর্কে আমরা আরও কিছু কথা জানতে পারব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ হে মুহাজির সম্প্রদায় ! যদি তোমরা ৫ টি বিষয়ে লিপ্ত হও তাহলে ৫ টি আযাবের শিকার হবে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি; তোমরা যেন এতে লিপ্ত হয়ো না। (১) যখন কোন জাতি প্রকাশ্যে গোনাহে

লিপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দিবে, যেগুলি তাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। (২) যখন কোন জাতি ওজনে কম দিবে, তখন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের উপর অত্যাচার বেড়ে যাবে। (৩) যখন মানুষ নিজেদের সম্পদের মধ্য থেকে গরিবের হক অর্থাৎ যাকাত-ফিতরা আদায় করবে না, তখন তাদের উপর আকাশের বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। নিরীহ প্রাণীদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে বৃষ্টি দিবেন। (৪) যখন কোন জাতি আল্লাহর ও তার রসূলের নামে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তখন তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা শত্রু ও যালিম বাদশাহ চাপিয়ে দিবেন। (৫) যখন দায়িত্বশীল মানুষেরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায় বিচার করবে না বরং নিজেদের মনগড়া মতে চলবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন আঘাতে লিপ্ত করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাুল্লাহ,

হাফিয আবূযার সাল্লামাল্ ও মাস্টার আশিক ইকবাল